ভোরের কাগজ ১০

তারিখ ... APR. ৩ .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৫

সন্ত্রাসী মিজানকে ধরতে জহুরুল হক হলে পুলিশের ব্যর্থ অভিযান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে গতকাল ভোরে বহিরাগত সন্ত্রাসী 'টোকাই মিজান' ও গোয়েন্দা পুলিশের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশ হলে অবস্থানকারী মিজানকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় মিজানের সঙ্গে তার আরো আট সহযোগী ছিল। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সন্ত্রাসী মিজান

● প্রথম পাতার পর

করতে না পারলেও ২৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। গোয়েন্দা পুলিশ চলে যাওয়ার পর মিজানের সহযোগীরা আবার হলে ফিরে এসে হলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশদের তাড়িয়ে দেয়।

গতকাল ভোরে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল এডিসি মোর্শেদের নেতৃত্বে জহুরুল হক হলে অভিযান চালায়। হলের প্রধান গেট তালাবদ্ধ থাকায় পুলিশ পাইপ বেয়ে ওঠে জানালা দিয়ে ২১৭ নং কক্ষে প্রবেশ করে। কক্ষের ইংরেজি মাস্টার্সের ছাত্র লিটন ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে তালা বন্ধ করে দেয়। পুলিশ তালা ভেঙে বেরিয়ে মিজানের কক্ষে যাওয়ার আগেই সে দোতলা থেকে লাফ দিয়ে হলের পুকুরপাড় দিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে সে পুলিশকে লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি ছুড়ে। পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়।

গোয়েন্দা পুলিশ চলে যাওয়ার পর মিজানের সহযোগীরা সকাল ৮টায় ফিরে এসে হলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে তাড়িয়ে দেয়। গতকাল বিকালে তাকে পুনরায় হল গেটে জিন্সের হাফ প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে বলে হল সূত্রে জানা গেছে।

মিজান দীর্ঘদিন ধরে জহুরুল হক হলের ২০৩ নম্বর কক্ষে অবস্থান করছে। হল পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি জহুরুল হক হল সংলগ্ন বস্তির ভাড়া আদায়, বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া ও হলের মাদক ব্যবসার সঙ্গে সে সরাসরি জড়িত বলে হলের একাধিক সূত্র জানিয়েছে। গত মাসের শেষ সপ্তাহে সে জহুরুল হক স্টাফ কোয়ার্টারের জমিতে কর্মচারীদের সহায়তায় আরো কয়েকটি ঘর তোলার চেষ্টা করে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়ে যায়। মিজানের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। পুলিশকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'পুলিশ তাকে ধরতে আবার যাবে'।